দৈনিক ইত্তেফাক
THE DAILY ITTEFAQ
প্রতিষ্ঠাতা : তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

সেপ্টেম্বর ১৩, ২০০৭, বৃহস্পতিবার : ভাদ্র ২৯, ১৪১৪
আপডেট বাংলাদেশ সময় রাত ১২:০০

আইন-শৃংখলার উন্নয়নে কমিউনিটি পুলিশিং কমিটি

সরকার সারাদেশে আইন-শৃংখলা উন্নয়ন এবং এ কাজে পুলিশ ও জনগণের যৌথ অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে চার স্তরবিশিষ্ট কমিউনিটি পুলিশিং কমিটি গঠন করিবার চিন্তা-ভাবনা করিতেছে। জেলাপর্যায়ে এই কমিটির নাম হইবে জেলা কমিউনিটি পুলিশিং উপদেষ্টা পরিষদ এবং তৃণমূল পর্যায়ে কমিউনিটি পুলিশিং ফোরাম সার্ভিস সেন্টার। জেলা, থানা, ইউনিয়ন এবং ওয়ার্ডভিত্তিক এরূপ জনহিতকর কমিটি গঠন করা হইবে। আইন-শৃংখলা রক্ষা সম্পর্কিত যে কোন বিষয় প্রথমে ওয়ার্ড কমিটিতে উত্থাপিত হইবে। এজন্য ওয়ার্ড কমিটির অফিসের সম্মুখে থাকিবে নোটিস বোর্ড ও অভিযোগ বক্স। যে কোন ধরনের অভিযোগ আমলে নিয়া এই কমিটি অভিযোগের সত্যতা যাচাইপূর্বক বাদী-বিবাদীপক্ষ ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে সালিসি ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। কিন্তু স্থানীয়ভাবে এরূপ মীমাংসার উদ্যোগ ব্যর্থ হইলে তবেই ইহা পর্যায়ক্রমে জেলা কমিটি পর্যন্ত উপনীত হইবে। আশা করা হইতেছে, এই ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে যে কোন ঘটনায় থানা ও আদালতে ছুটাছুটি করিবার প্রবণতা অনেকাংশে হ্রাস পাইবে এবং জনগণের হয়রানি, দুর্ভোগ ও দুর্দশা লাঘব হইবে।

পুলিশ সংস্কার প্রকল্প হইতে এরূপ জনহিতৈষী কমিটি গঠন করিবার সুপারিশ করা হইয়াছে। ইতিমধ্যে পুলিশ সদর দফতরের একজন অতিরিক্ত আইজিপির তত্ত্বাবধানে যশোর জেলাকে মডেল হিসাবে ধরিয়া ইহার প্রাথমিক কার্যক্রম আরম্ভ হইয়াছে। এ সংক্রান্ত দৈনিক ইত্তেফাকের খবরে বলা হইয়াছে যে, জেলা কমিউনিটি পুলিশিং উপদেষ্টা পরিষদের আহবায়ক মনোনীত হইবেন জেলা পুলিশ সুপার। সদস্য হিসাবে তাহাকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করিবেন জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, সার্কেল এএসপি, পৌরসভার চেয়ারম্যান, জেলা বার এসোসিয়েশনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, ইউনিয়ন পরিষদ সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, জেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, জেলা নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেলের সভানেত্রী, তিনজন এনজিও প্রতিনিধি, স্কুল ও কলেজের দুইজন শিক্ষক, জেলা ইমাম সমিতির সভাপতি, জেলা পূজা পরিষদের সভাপতি এবং জেলা গোয়েন্দা কর্মকর্তা। একজন এসআইয়ের তত্ত্বাবধানে ওয়ার্ড কমিটিতেও প্রায় অনুরূপ ব্যক্তিবর্গ থাকিবেন।

এ ধরনের উদ্যোগ সফল হইলে সাধারণ মানুষ প্রকৃত অর্থেই বিশেষভাবে উপকৃত হইবেন। দেখা যায়, থানায় সামান্য ব্যাপারে এবং প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করিবার লক্ষ্যে মিথ্যা মামলা করিবার প্রবণতাই বেশি। এরূপ প্রবণতা হইতে দেশে সৃষ্টি

ক্যাম্পাস
এই নগরী
ক্রীড়াঙ্গণ

হইয়াছে আদালতের মামলা জট ও দীর্ঘসূত্রিতা। আর আইনি প্রক্রিয়ার জটিলতা হইতে সৃষ্টি হইয়াছে অপরিসীম জনদুর্ভোগ ও বিড়ম্বনা। এ প্রেক্ষিতে জনগণের হয়রানি দূর ও অযথা অর্থাপচয় হইতে মুক্তি দিতে কমিউনিটি পুলিশিং সার্ভিস ব্যবস্থা কার্যকরী ভূমিকা পালন করিতে পারে। ইহার ফলে থানায় মামলার সংখ্যা যেমনহ্রাস পাইবে, তেমনি স্থানীয়ভাবেই অনেক লঘু সমস্যার মিটমাট হইয়া যাইবে। শহর কিংবা গ্রাম প্রতিটি এলাকার মানুষ তখন শান্তি, নিয়ম-শৃংখলা ও নিরাপত্তার মধ্যে বসবাস করিতে পারিবেন। তবে আমরা মনে করি, কমিউনিটি পুলিশিং সার্ভিসের সফল বাস্তবায়ন নির্ভর করিবে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সততা, নিরপেক্ষতা ও আন্তরিক প্রচেষ্টা, পেশাগত দক্ষতা এবং দূরদর্শী বিচার ক্ষমতার ওপর। পুলিশ বিভাগকে সেই অনুযায়ী গড়িয়া তুলিতে হইলে সর্বাগ্রে পুলিশের প্রতি আমজনতার নেতিবাচক মনোভাব দূর করিতে হইবে। পুলিশকে হইতে হইবে জনগণের সবচাইতে নির্ভরযোগ্য বন্ধু এবং কাজে ও কথায় ন্যায়নিষ্ঠ ও নিবেদিতপ্রাণ। এজন্য পুলিশের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন। পুলিশকে প্রাইভেট সিকিউরিটি কোম্পানীর একজন সদস্যের চাইতে কম বেতন-ভাতা দিয়া দেশের আইন-শৃংখলা রক্ষার কাজ চলিতে পারে না।

যাহা হউক, সরকার কমিউনিটি পুলিশিং সার্ভিসের যে কার্যক্রম হাতে নিয়াছে, আমরা মনে করি ইহার মাধ্যমে পুলিশ বিভাগ সত্যিকার অর্থে জনগণের আরো কাছাকাছি আসিবে এবং দেশপ্রেম ও মানবসেবার মাধ্যমে পুলিশের সকল কালিমা ও গ্লানি মুছিয়া যাইবে। ভাঙ্গিয়া যাইবে পুলিশ ও জনগণের মধ্যকার সকল সন্দেহ ও অবিশ্বাসের প্রাচীর। যদিও উন্নত দেশের ন্যায় নিজেদের নিরাপত্তা বিধানে নিজেদেরই আগাইয়া আসা উচিত, তবু আমাদের দেশে নূতন এই ব্যবস্থা চালু রাখিবার স্বার্থে প্রথমেই শহর ও গ্রামের প্রতিটি ঘর তথা পরিবার হইতে আর্থিক সহায়তা লাভের বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ ও বিতর্কিত হইতে পারে। এ ব্যাপারে আমরা আরো গভীর চিন্তা-ভাবনা এবং বিচার-বিবেচনার দাবি জানাই।

আগের সংবাদ
পরের সংবাদ
প্রিন্ট
ই-মেইল
হেল্প
টিপস্
বাংলা দেখা না গেলে বা ফন্ট সম্পর্কিত সমস্যার জন্য এখানে ক্লিক করুন

The Daily Ittefaq - Established: 24th December, 1953.
Privacy Policy | Feedback | Contact Us
সম্পাদক ঃ আনোয়ার হোসেন। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ঃ রাহাত খান। ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিমিটেড-এর পক্ষে আনোয়ার হোসেন কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, ১নং রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা-১২০৩ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন ঃ পিএবিএক্স-৭১২২৬৬০। ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৭১২২৬৫১-৫৩।